ইত্তেফাক

তারিখ ... ২১।১০।৪২ ...
পৃষ্ঠা ... ২ কলাম ৭ ...

017

রাণীর সফর প্রসঙ্গে—

রাণী এলিজাবেথের আসন্ন ঢাকা সফর উপলক্ষে যে কর্মকাণ্ড শুরু হইয়াছে, উহার শুধু আংশিক চিত্রই পাওয়া যায় হাসান শাহরিয়ারের প্রতিবেদনে ('রাণীর শ্রীপুর দর্শন উপলক্ষে'—ইত্তেফাক ২২শে অক্টোবর সংখ্যা)। যে সব তথ্য প্রতিবেদনে উল্লেখিত হয় নাই তাহার মধ্যে একটি এই রূপঃ শ্রীপুর ষ্টেশন হইতে 'উন্নত' গ্রামে যাওয়ার পথে যে দোকান ঘরগুলি পরে উহাদের মালিকগণকে অবিলম্বে টিন বা কাঁচাঘর ভাঙ্গিয়া পাকা দোকান ঘর নির্মাণের আদেশ দেওয়া হইয়াছে। এবং কোন একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাংককে বলা হইয়াছে। হতচকিত এইসব দোকানদারগণকে ঘর পাকা করার উদ্দেশ্যে ঋণ দেওয়ার জন্য। ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা এইসব গ্রাম্য বাজারের দোকানদারের আছে কিনা তাহ অবশ্য বিবেচনায় আসে নাই।

যে সব রেলষ্টেশনের উল্লেখ প্রতিবেদনে করা হইয়াছে উহার একটিতে ফুলের বাগান করার উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই ১২ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে বলিয়া জানা যায়।

সর্বাপেক্ষা তুমুল কাণ্ড চলিতেছে রাণীর বাসগৃহ পুরাতন গণভবনের পুনঃনির্মাণ ও পুনঃসজ্জিত করণের জন্য। যে গৃহে মহামান্য রাণী পূর্বে একবার বাস করিয়া গিয়াছেন এবং যাহা পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও উপ-রাষ্ট্রপতির বাসভবন হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে উহার পুঃন নির্মাণ ও সজ্জিত করণের জন্য ৩ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধারণা। বিভিন্ন সংস্থা এই কর্মকাণ্ডের সংগে জড়িত। কিন্তু সবার উপরে টেক্কা দিয়াছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। উক্ত গৃহের বাথরুমের উপকরণ ও আবাবাবপত্র ক্রয়ের জন্য তাঁহারা ইতিমধ্যেই বৈদেশিক মুদ্রায় প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছেন, যাহার জন্য কোন কর্তৃপক্ষীয় অনুমোদন লওয়া হয় নাই। উক্ত ব্যয়ের মধ্যে জাহাজ ভাড়া কাষ্টমস ডিউটি ইত্যাদি ধরা হয় নাই। এই প্রসঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের জনৈক কর্তাব্যক্তির স্বল্পীক সিংগাপুর ভ্রমণ সংক্রান্ত সংবাদ স্মর্তব্য, যাহা ইতিপূর্বে ইত্তেফাকে প্রকাশিত হইয়াছিল।

রাণী এলিজাবেথ বাংলাদেশের জনগণের জন্য অত্যন্ত প্রিয় ও সম্মানিত অতিথি। তাঁহাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা দেওয়া হউক এ বিষয়ে কাহারো দ্বিমত নাই। কিন্তু যে দেশের শতকরা ৮০ ভাগের বেশী লোক দরিদ্র সীমার নীচে বাস করে এবং যেখানে অতি সাম্প্রতিক বন্যায় লক্ষ লক্ষ লোক মানবেতর পরিস্থিতির শিকার হইয়াছে, সেখানে জনগণের অর্থের এই জাতীয় অপচয়ের অধিকার আমাদের কর্তাব্যক্তিরা কোথা হইতে পাইলেন তাহা জানার ইচ্ছা করে।

—জনৈকা নাগরিক, বেইলী রোড, ঢাকা।